দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 06 DEC 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

চবি ডিন অফিসে তালা ডেপুটি রেজিস্ট্রারকে মারধর

কর্মকর্তাদের অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি

■ চবি প্রতিনিধি

২০১৬-১৭ সেশনের ভর্তি কার্যক্রমে অনিয়ম অভিযোগ তুলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও মানববিদ্যা অনুষদের ডিন অফিস কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের একাংশ। এ সময় তারা ডিন অফিসের ডেপুটি রেজিস্ট্রার মো. দেলোয়ার হোসেনকেও মারধর করে। গতকাল সোমবার বেলা ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, গত ২৪ নভেম্বর কলা ও মানববিদ্যা অনুষদের অধীনে ভর্তি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বি ইউনিটের (সঙ্গীত) কোটায় মৌখিক পরীক্ষা চলছিল। সে সময় জনি মং মারমা নামে এক ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীকে তুলে নিয়ে যায় ছাত্রলীগের একাংশ। তার বন্ধুরা ঘটনাটি শিক্ষকদের অবহিত করে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে পরবর্তীতে ওই পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

চবি'র ডিন অফিসে

২০ পৃষ্ঠার পর

শিক্ষার্থীর কাগজপত্র যাচাই-বাছাই ও মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। তার ভিত্তিতে গতকাল সোমবার ভর্তি হওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে জনি মং মারমা। ভর্তি হওয়ার জন্য জনি আসলে ছাত্রলীগের কর্মীরা কোটায় অনিয়ম হচ্ছে দাবি তুলে কলা ও মানববিদ্যা অনুষদের ডিন অফিসে যায়। এ সময় তারা সবাইকে বের করে দিয়ে অফিসে তালা লাগিয়ে দেয় এবং ডেপুটি রেজিস্ট্রার মো. দেলোয়ার হোসেনকে মারধর করে। এ ঘটনায় কলা ও মানববিদ্যা অনুষদের অধীনে বি ইউনিটের (সঙ্গীত) কোটায় ভর্তি স্থগিত করা হয়েছে।

এ বিষয়ে কলা ও মানববিদ্যা অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. সেকান্দর চৌধুরী বলেন, গত ২৪ তারিখ মৌখিক পরীক্ষা চলাকালে ছাত্রলীগের কিছু কর্মী জনি মং মারমা নামের একজন শিক্ষার্থীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরে প্রশাসনের অনুমতিতে কাগজপত্র যাচাই-বাছাই এর মাধ্যমে জনি মং মারমার বন্ধুদের সাহায্যে মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং জনি মং মারমাকে তালিকায় রেখে গতকাল সোমবার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রলীগের কিছু উচ্ছৃঙ্খল কর্মী ডিন অফিসে তালা দেয় ও ডেপুটি রেজিস্ট্রারকে মারধর করে। যা অত্যন্ত দুঃখজনক। এ বিষয়ে আমরা উপাচার্যকে অবহিত করেছি। আমরা এর সুষ্ঠু বিচার চাই। এ ছাড়াও বি ইউনিটের ভর্তিতে কোনো অনিয়ম হয়নি। মেধার ভিত্তিতে ও আইন মোতাবেক আমরা শিক্ষার্থী ভর্তি করাচ্ছি।

এদিকে ডেপুটি রেজিস্ট্রার মো. দেলোয়ার হোসেনকে মারধরের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার সমিতি আজ মঙ্গলবার থেকে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে। এ বিষয়ে সমিতির সাধারণ সম্পাদক রশিদুল হায়দার জাবেদ বলেন, আমাদের এক ডেপুটি রেজিস্ট্রারের উপর কিছু দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। এর প্রতিবাদে আজ [redacted] আমরা অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি কর্মসূচির ডাক দিয়েছি। এ [redacted] না হওয়া পর্যন্ত আমরা দাপ্তরিক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকবো।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মোহাম্মদ আলী আজগর চৌধুরী বলেন, ঘটনা সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং তিন দিনের ভিতরে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফজলে রাব্বি সুজন হামলাকারীদের শিক্ষার্থী দাবি করে বলেন, ভর্তিতে অনিয়ম হওয়ায় শিক্ষার্থীরা সেখানে অবরোধ ও তালা ঝুলিয়ে দেয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আশ্বাসে তারা অবরোধ তুলে নিয়ে তালা খুলে দেয়।